জেগে থাকা রাত

অলিউর রহমান চৌধুরী

মাঘের কুয়াশা ভরা আকাশ। রাত বাড়তেই অস্পষ্ট জোৎস্না জেগেছে। শুনশান রাতে আমরা দু'জন হাঁটছি। আপনি স্বর উঠিয়ে বললেন, একটু দাঁড়ান এত জোরে হাঁটতে পারব না। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি বেশ পিছিয়ে গেছেন। দূরত্ব কমানোর জন্য থেমে গেলাম। আপনি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে পাশে দাড়ালেন।

রাস্তাটা নির্জন। পাশে দুটা বড় গাছ। পাকুড় গাছের মত ঝাপড়া আর ঘনপাতায় ছাওয়া, ঠিক চেনা লাগছিলনা। হঠাৎ বললেন, খেয়াল করেছেন কি সুন্দর বাতাস? স্নিগ্ধ, কোমল। এতক্ষণ খেয়াল করিনি, বলা মাত্র করলাম। মনে হলো ঠিক, মিষ্টি আর শীতল হাওয়া যেন ছুঁয়ে গেলো দু'জনকে। আমাকে একটু কেঁপে উঠতে দেখে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন – খুব শীত করছে বুঝি?

আমি শুধু ফুল হাতার শার্ট পরেছি, পকেটে হাত দিয়ে হাঁটছি। আপনার পরনে ভারী উলের সোয়েটার। বললেন কি কথা তো শুনলেননা। বলেছিলাম না শীত লাগবে? আমি হাসলাম, অপরাধীর হাসি। চলুন বাসায় গিয়ে শালটা নিয়ে আসি বলেই ঘুরলেন। আমি যেন আগে থেকেই রাজি ছিলাম। পিছু পিছু হাটা দিলাম। দু'জন বাসায় যাচ্ছি শাল আনতে।

আমরা বের হলাম আবার। এবার আমার গায়ে ঘন বুনোনের সোয়েটার, গলায় মাফলার।শাল অনেক খুঁজেও পাওয়া গেলোনা। বাইরে বেশ কুয়াশা। সারা শহর নিরব ঘুমে মগ্ন। আমি ফুটপাথের উপর দিয়ে হাঁটছি। জানা ছিল আপনিও আছেন পাশে। অবাক হয়ে দেখি কখন যেন রাস্তার মাঝে চলে গেছেন। অনেকটা জোরেই বলে উঠলাম, আরে করছেন কি!
দেখলাম মিটিমিটি হাসছেন। খুব মজার কিছু বলেছি যেন। একটু পরেই উঠে এলেন আমার পাশে।
বললেন, এত ভয় পান? নাহয় একটু গিয়েছিলামই মাঝ-রাস্তায়।
উত্তরের জন্য একটুও না ভেবে বললাম, ভয়ের প্রশ্ন আসছেনা। এভাবে বিপদজনকভাবে হাঁটবেন আর কিছু বলব না? রাতটা নিঝুম বলে গাড়ি আসা কি বন্ধ থাকবে?
মনে হলো উত্তর শুনে অপ্রসন্ন হলেন। একনাগাড়ে বলে গেলেন, আমি তো আর চোখ হারিয়ে বসিনি, গাড়ি এলে দেখতাম না বুঝি? তাই বলে এভাবে আগ বাড়িয়ে বাধা দিবেন? হইহই করে পাড়া জাগিয়ে দিবেন?
আমি সম্পুর্ন অপ্রস্তুত। পাল্টা আঘাত আশা করিনি। তবে আপনার উৎসুক দৃষ্টি খেয়াল করে দেখে চট জলদি উত্তর গুছিয়ে নিয়েছি। বুঝানোর ভংগিতে শুরু করলাম - মনে হল আপনাকে সাবধান করা উচিৎ...
পুরো বলার আগেই শব্দ কেড়ে নিলেন। অবিকল আমাকে নকল করে বললেন, সাবধান করা উচিৎ...ইশ, এসেছেন আমার সাবধান করনেওয়ালা।
বলতে বলতে আপনার ঠোঁটজোড়া বিচিত্র আকার নিলো, চোখের তারা নাচালেন। এর পরই ছুটে গেলেন রাস্তার মাঝে। হাত ছড়িয়ে দিলেন দুই দিকে। হাঁটছেন অলস পায়ে। বললেন, জানেন বড্ড গরম লাগছে, সোয়েটার খুলে ফেলি। আমি অনেকটা অবিশ্বাস নিয়ে বড় বড় চোখ করে তাকালাম। দেখলাম আমার দৃষ্টি উপেক্ষা করে আসলেই ভারমুক্ত হলেন।

আপনার হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে স্বপ্নের মধ্যে হাঁটছেন। হেলেদুলে। দূরে একটা আবছা মত আওয়াজ এলো – টুংটাং।
বললাম শুনছেন, মনে হয় রিক্সা আসছে জলদি আসুন।
বলতেই আমার দিকে তাকালেন, ভ্রুকুটি করলেন। বললেন, রিক্সাইতো, ট্রাকতো আর না। এলেই বা কি। পিষে দিয়ে যাবে? যাক না।
কন্ঠে বিদ্রোহের সুর। আমি আর কথা বাড়ালাম না। হাঁটছি, এক চোখ আপনার উপর।
চোখে চোখ পড়তে বললেন, পকেটেই হাতগুলো রেখে দিবেন নাকি? এই সামান্য ঠান্ডায় এত কাতর? একটু বের করুন না। ঠান্ডা বাতাস একটু ছুঁয়েও দেখতে ইচ্ছে করে না?
আমি ভাবছি, কথায় কি ওটা ঝাঁজ ছিল? তবে হাত আপনা থেকে বের হয়ে এসেছে। আর ঠিক তখনই আপনি একছুটে আমার কাছে এসে সোয়েটার বাড়িয়ে ধরলেন।
উফ, ধরুন, আমি ঠিকমত হাত মেলতে পারছিনা। আমার একটু পাখি হতে ইচ্ছে করছে।
হতভম্ব হয়ে দেখলাম যেমন এসেছিলেন তেমনই ফিরে গেলেন। দু'দিকে ডানার মত মুক্ত হাত ঝুলিয়ে ।

হাত দুটো পকেটের বাইরে বলে আমার ঠান্ডাবোধ বেড়ে গেলো। সোয়েটার কাধের উপর তুলে দিয়ে আবার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফেললাম। দুই মিনিট পর, আমরা একটা মাঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। ঘোলাটে আভা নিয়ে বেশ বড় হয়ে চাঁদ উঠেছে। কুয়াশার জাল আজ অনেক ঘন। আপনি থেমে গেলেন। খেয়াল করিনি প্রথমে। এই যে শুনুন বলে ডাক কানে যেতে ঘুরলাম। দেখি তাকিয়ে আছেন মাঠের দিকে। চলুন ভিতরে যাই। বললাম কি বলছেন! এই রাতে একা একা? উত্তর এলো - আপনি আছেন তাহলে কি করতে? আসুন তো। এর পর আর কথা চলে না।

মাঠের প্রবেশ পথটা সরু। ঢুকে দেখি ভিতরে আসলে কেউ নেই। শীত পড়েছে আজ খুব। ঘাস ভেজা মত। বললেন, আসুন বসি।
আঙ্গুল তুলে দেখালাম কি ভেজা ঘাস দেখেছেন?
আরে দেখেছি আর সেজন্যই তো বসব।
দেখলাম সত্যি সত্যি বসে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, শীত শীত ভাবটা প্রকট হয়ে উঠেছে। খোলা মাঠ বলে হয়তো ঠান্ডা বাতাস গা কাঁপিয়ে দিচ্ছে। নিকট অতীতের টুকরো টুকরো কিছু ছবি স্মৃতির ভিড় ঠেলে উঠে এলো। ধু ধু বালির চর, যমুনার তীরে বসে বসে পায়রার ঠুকরে ঠুকরে খাওয়া, সকালের মিষ্টি রোদে গা পোহানো । তখনো মা ছিলো, বুক চেরা দীর্ঘশ্বাসটা শুনে ফেললেন মনে হল।
এই বসুন তো, আপনি তাগাদা দিলেন।
অতীত ঘুরে এসে আমার মন কিছুটা শ্রান্ত। অন্যমনস্কভাবে বসি বসি করছি এমন সময় হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাড়ালেন।
বললেন এই কবি মশাই আপনি না খুব দৌড়াতে পারেন বলেছেন? হয়ে যাবে নাকি এক রাউন্ড? ওভাবে বলার ধরন দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল।
বললেন এই তো কত ভাল লাগছে দেখতে এখন। চলুন না একটু দৌড়ে আসি, কাছের গাছটাই তো। ছুঁয়েই আবার এখানে ফিরে আসবেন, বলে মাটিতে দাগ কাটলেন।
আমার মধ্যে কি হল বলা মুশকিল। সোয়েটার মাটিতে নামিয়ে রাখলাম। উঠছি যখন মুচকি হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছেন।

আমরা দাড়ালাম, আমি একটু এগিয়ে।
চিৎকার দিলেন, সর্বনাশ, কি জলজ্যান্ত চিটিং! পিছান বলছি।
আমি তটস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি দু'কদম পিছু হটলাম। আড় চোখে দেখে নিলাম আপনাকে। যাকে বলে একদম রণমূর্তি। কোমরে হাত।
বললেন আরো নামুন।
আমি পিছালাম। আপনি নিজ জায়গা ছেড়ে এসে সামনে এসে বললেন খেলার রুল ভায়োলেট করেছেন। খেলা ডিসমিস। এক মাথা লম্বা নিজে, তাও আমাকে ছাড়িয়ে দাড়ালেন লজ্জা হলো না? দেখতেই তো পাচ্ছেন আপনার ফেলা নিঃশ্বাস কুড়িয়ে নিয়ে বাঁচি, বলতে বলতে কাঁধে-কাঁধ তুলনার ভঙ্গীতে কাছে এলেন। তরলভাবে হাসলেন। পরমূহুর্তেই সম্পুর্ন অন্য মূর্তি। শাসনের ভঙ্গীতে স্বর উঠালেন, মেপে মেপে দশ গজ পিছাবেন, যান। অগত্যা আমি পিছানো শুরু করলাম, আপনি গভীর দৃষ্টি দিয়ে দূরত্ব মাপছেন। হ্যাঁ, এবার হয়েছে। লক্ষ্মীবাবুর ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন।

দেখলাম আমার লাইন অফ সাইট থেকে সরে নিজের জায়গায় যেতে যেতে আপন মনে চুলের গোছা ধরে নাড়ছেন। ঠোঁট উল্টে আমাকে দেখিয়ে বললেন দেখেছেন কি অবস্থা। আগে কত লম্বা ছিল আপনি নিজেই তো দেখেছেন। সব পড়ে যাচ্ছে, তখনকার মত ভারি খোপা হয়না।

আমি দূর থেকেও আপনার করুণ অভিব্যক্তি পড়তে পারলাম। শেষ কথাটা স্বগোক্তি ছিল নাকি আমাকে শুনানোর জন্য বললেন বুঝে উঠে পারছিলাম্ না। আপনি ততক্ষণে চুল গুছিয়ে এনেছেন, মাথার উপর তুলে দিয়েছেন এক স্তূপ কেশ। আমি প্রতিবাদের সুরে বললাম ভারী খোপাই তো হয়। এক চিলতে হাসি ফুটলো আপনার ঠোঁটে। হাসি ধরে রেখেই জিজ্ঞস করলেন, কি কবি মশাই আপনি তৈরী তো? আমি কিন্তু ঘুরছি। খবরদার কোন চালাকি নয়।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ঠিক তখনই আমার পকেটে মোবাইলের বিপ বিপ। নিরব রাতে কানে বড্ড লাগল। আপনি চরকির মত ঘুরলেন, হতভম্ব। আমি জমে গেছি পুরো। কি করা উচিত সে নির্দেশ যেন সামনে থেকে আসবে এমনভাবে তাকালাম।

বললেন থাক থাক, আসামীর মত আচরন করার দরকার নেই। আমাকে তখনও আড়ষ্ট দেখে বাতাস কাটার মত করে হাত চালালেন। চব্বিশ ঘন্টার সাথীকে যে নিয়ে এসেছেন সাথে করে, এখন সময় না দিলে কি চলে? নিন দেখুন। সবার তো আর সময় জ্ঞান থাকে না।

উষ্মা চাপা থাকলো না। আমার অনিচ্ছাক্রিত ভুলের জন্য ভিতরে ছোট হয়ে রইলাম। মনের খেয়ালে কখন যে মোবাইল সাথে করে এনেছি। আস্তে করে সেট বের করলাম। হঠাৎ আপনার মাঝে শিথিলতা, হাঁটু ভেঙ্গে দাঁড়ালেন, আড়াআড়ি করে হাত ফেললেন বুকের উপর। দাঁত দিয়ে নঁখ কাটছেন। মুখ না তুলেই প্রশ্ন - কে? আমার উত্তর হল এক শব্দের - বন্ধু। বললেন, কাল সকালটাতো ছিল নাকি, কাল মেসেজ করলেই তো পারতো। এবার কথায় স্পষ্ট ঝাঁজ। আমি উত্তরহীন।

এর পরের কিছু মূহূর্ত চুপচাপ কাটলো। দু'জনের কিছু বলার নেই যেন। দু'জনেই ভাবনায় ডুবে আছি। আমি অবশ্য একই সাথে এক চোখে দেখছি আপনাকে। দেখলাম একমনে ভাবতে ভাবতে পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঘষে স্টার্ট লাইন মোছা শুরু করলেন। শেষ হতে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন। কাছে আসতেই আমার চোখে প্রশ্ন দেখেই কিনা জানি না বললেন খেলা আগেই ডিসমিস বলেছি না। মলিন মুখ আপনার। আপনার মুখে হাসি মিলিয়ে যেতে দেখে আমিও বিষন্ন হয়ে রইলাম। আপনি আমাকে রেখে হাঁটা দিলেন – উদ্দেশ্যহীন। ইতস্তত ঘুরে বেড়ালেন। একবার মাঠের কিনারে গিয়ে দাড়ালেন। সূক্ষ নেটের মত কুয়াশা যতবারই দৃষ্টিতে বাঁধা হয়ে এলো, আমি একটু একটু করে এগিয়ে গিয়েছি। মনে হচ্ছিল না দেখেও আপনি আমাকে খেয়াল করছেন। কাছে আছি বুঝেই ডাকটা তাই আস্তে হলো। আমি ছুটে গেলাম।
বললেন এখানেই দাঁড়িয়ে বুঝি খেলা দেখে মানুষ?
আমি গড়গড় করে উগরে দিলাম, হ্যাঁ ওই উঁচু বালির স্তূপের উপর দাঁড়ায়। অনেক ভীড় হয়। পিছনে দাঁড়ালে মাথার জন্য দেখাও যায় না ঠিকমত, অনেকে টুলও নিয়ে আসে ...বলেই হাসছিলাম।
পীড়ি আনে না? শ্লেষ মিশিয়ে প্রশ্ন করলেন।
বাঁধা পেয়ে আমার হাসিটা মাঝপথে থেমে গেলো।
বললেন এত বকবকও করতে পারেন!
তারপরই আচমকা ঝুঁকে মাটির কাছে দৃষ্টি নিলেন। বললেন আরে দেখুন বাদামের খোসা দিয়ে ভর্তি। কণ্ঠে উচ্ছ্বাস। সটান দাঁড়ালেন, হঠাৎ বললেন আচ্ছা বাদামওয়ালা পাওয়া যাবে এখন? কুটুস কুটুস করে বাদাম খেতে ইচ্ছে করছে। এমন আদুরে ভঙ্গীতে বললেন যে আমি আসলেই দূরে তাকালাম। তাই দেখে আপনি খিলখিল করে হেসে দিলেন। রাতের নিঃস্তব্ধতা ভেঙ্গে গেলো সে হাসিতে।

হাসতে হাসতে বললেন, আপনাকে পাগল বানাচ্ছি খামোকা। চলুন রাস্তায় হাঁটি। আমি বিনাবাক্য ব্যয়ে হাঁটা ধরলাম যে পথে ঢুকেছিলাম সে পথের পানে। আপনার পিছু পিছু। বের হওয়ার ঠিক আগে আপনি মাথার উপর হাত তুললেন ট্রাফিক পুলিশের মত করে। আমি থেমে যেতেই বললেন কিছু কি ফেলে যাচ্ছেন না? বিদ্যুত চমকের মত মাথায় ঝিলিক মেরে গেল – সোয়েটার। নিজের মাথায় চাঁটি মেরে বললাম হায়রে। একটু দাঁড়ান বলেই ছুটলাম। পিছন থেকে ছুটে আসা শব্দগুল একদম কান জুড়িয়ে দিলো – আমার ভুলোমনা বুদ্ধুটারে। আগের মত শিরশিরে অনুভূতি হল। যখন ফিরলাম হাপরের মত হাঁপাচ্ছি। আহারে বুড়ো মানুষ। এই হল খুব দৌড়ানোর নমুনা তাই না?
ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বললাম নাহ ঠান্ডা...
হয়েছে হয়েছে নিন বসে পড়ুন।
আমি মাথা দোলালাম প্রবল বেগে।
আপনি ততক্ষণে প্রস্থানে উদ্ধত।
একটু ধাতস্থ হয়েই আপনার পথ অনুসরন করলাম।

শীত আরো যেন জাঁকিয়ে বসেছে শহরের উপর। পিছন থেকে বললাম সোয়েটারটা পরে ফেলুন এবার। মাথা নাড়লেন। দেখলাম আপনি দাঁড়িয়ে পড়লেন এক-মাথা উঁচু এক গাছের নিচে। এ গাছের পাতা ধরা যায়, হাত বোলাচ্ছেন পাতায়। বললেন, কি গাছ চিনেছেন? আমি তখন কিছুটা দূরে। আপনার প্রশ্ন শুনে কাছে গেলাম। লক্ষ্য করার চেষ্টা করছি এমন সময় বললেন থাক বলা লাগবে না। দূরে ছিলেন তাই কাছে নিয়ে এলাম। এবার চলুন তো পাশাপাশি একটু হাঁটি। এত দূরে থাকেন কেন? পাশাপাশি একটু না হয় হাঁটলেন, অনেক দিন গেলেও কি এই সুযোগ মিলবে? আমি অন্যদিকে তাকালাম। "অনেক দিন" শব্দজোড়া বুকে বেঁজে যাচ্ছে। ভিতরে এক দলা কষ্ট মুচড়ে গেলো।

মলিন চাঁদনী রাত। বাতাস কেঁটে কেঁটে যাচ্ছে গায়ে। জিজ্ঞেস করলাম বাসায় যাবেননা?
অবাক হয়ে তাকালেন, কি বলছেন? এখন? এত জলদি কিসের। বাবু জাগবে না, সেই ভয় নেই। আর জেগে গেলেও মা তো আছেই। আপনার গোছগাছও তো শেষ করে এসেছি। ভোরের দেরী নেই, সকালটা দেখেই ফিরব। এত ঘুমান কেন? ভোর দেখতে

ইচ্ছে করে না বুঝি?
বললাম দেখি তো।
ইশ, ওটা ভোর হল কবে থেকে? সকালটাও মাটি করেই তবেই না আপনি উঠেন। আমার যেন জানা নেই। সূর্য যখন উঠে দেখেছেন কত সুন্দর হয়ে থাকে পৃথিবী। কি নিয়ে এত কবিতা লিখেন ছাই। সূর্যোদয়ই দেখেননা। আসুন আজ দেখি। দেখবেন? উৎসাহে আপনার চোখজোড়া চকচক করছে। মৃদুভাবে বললাম কাল যে ফ্লাইট। ভেবেছিলাম শুনেননি। অথচ আচমকা ঘুরলেন সম্পুর্ন অবাক করে দিয়ে। বললেন আচ্ছা আমি কি আপনাকে অনেক কষ্ট দেই?
তটস্থ হয়ে বললাম না মোটেও না। কেন বলছেন এসব।
ঠিক তখন গভীর দৃষ্টি ফেললেন আমার চোখে। এত গাড় দৃষ্টির সামনে থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পথ পেলাম না।
বললেন রাত জাগতে কি খুব কষ্ট? কেমন ধরে এলো আপনার গলা,সেই মিষ্টি আদুরে ভঙ্গী কথায়।
মাথা নাড়লাম। নিজেকে শোনানোর মত করে বললাম এক রাতেরই তো ব্যাপার, ঠিক পেরে যাব।
মৃদু হেসে ম্রিয়মান গলায় বললেন ফ্লাইট তাহলে চুলায় যাক।
বহুদিনের চেনা বলেই হয়তো হাসির মাঝে বিষাদ পড়তে পারলাম । মনে হল হুহু বাতাস বয়ে গেল বুকের ভেতর।

লেকের পাশ ঘেষে যখন এগুচ্ছি সম্পূর্ন অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন গিয়ে মেম সাহেব ধরবেন না তো?
আমি হাসছি দেখে বললেন হাসবেন না। বিয়ে হলেই কি পুরুষ প্রেম করে না? পুরুষ মানুষের কোন বিশ্বাস নেই।
আমি বিকারহীনভাবে উত্তর দিলাম - মানুষের প্রেমের আবার সময়, বয়েস কি; শুধু পুরুষেরই দোষ দেখলেন?
বললেন ওমা! এরই মধ্যে ওদের পক্ষ হয়ে কথা বলছেন!
বললাম আমাকেও তো ওদের দলে ফেলতে আপনার বাঁধলোনা।
কারন আপনিও পুরুষ।
আবার ভাবলেশহীনভাবে বললাম, তাহলে তো আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।
মাত্র এক পলকের ব্যাপার তাতেই আপনার ডাগর চোখে ছলছল পানি। আপনার এই সহসা অভিব্যক্তির পরিবর্তনে আমি ভড়কে গেলাম। ঠোঁট চেপে বললেন আপনি বড্ড কঠিন কথা বলে ফেলেন, বুকের মধ্যে খচ করে বেঁধে। হাতের মুঠো আলগা করে বাড়িয়ে ধরলেন আমার দিকে। দেখলাম এক টুকরো কাগজ। আমি আলগোছে নিচ্ছি যখন, বললেন এই সৌন্দর্য কি তবে মিথ্যে ছিল? আমি তখনও অন্ধকারে। কিসের কথা হচ্ছে? রাতের শেষ প্রহরের আলো বড় সল্প ঠেকলো। ঠাহর করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। বললেন লাইটারটা বের করলেই তো পারেন। ও হ্যাঁ তাই তো, বলতে বলতে আলো জ্বালালাম। আমার নিজ হাতের লেখা। মনে মনে পড়ছি দেখে বললেন জোরেই পড়ুন। আমি পড়ছি -

"এটা কি সেই ছবি নয় যখন বিকেল ঢলে পড়েছিলো? আমরা কি সেবার হেঁটে গেলাম না সেখানে। তুমি দাঁড়ালে, পিছনে সবুজের পটভুমি..."

থেমে চোখের দিকে তাকাতেই বললেন, কি থামলেন কেন? পড়ুন পড়ুন। আবার জোরে পড়লাম -

"...পানি হাত ছোঁয়া দূরত্বে। আমার ছবি তুলতে গিয়ে বুক কাঁপছিল। এত চেনা তুমি মাঝে মাঝে এত অচেনা হয়ে যাও কি করে? আমি কিশোরের প্রথম দেখা ভালোবাসার মত তোমাকে দেখছিলাম। বিকেলের সব সৌন্দর্য তোমার দু'গালে। আমি ছবি তুলেও দাঁড়িয়ে ছিলাম থ হয়ে। শীতের মাঝে অমন মন ভুলানো দৃশ্য বহুদিন দেখিনি।"

চকিতে আমার মনে পড়ে গেলো দিনটির কথা। নতুন বিয়ের পর পর যেবার বেড়াতে গেলাম চট্টগ্রামে সেবারের তোলা ছবি, ফয়েস লেকের পাশ ঘেষে। ছবি যেদিন ডেভেলোপ করে দেখলাম সেই রাতে লেখা এই গুটি কয়েক লাইন। আপনাকে দেখাতেই সব লজ্জা ভুলে এমন করে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন বুকে। আজ সেই অনুভুতি নিয়ে মনে সংশয়, দ্বিধা? টনটনে ব্যাথা হল হৃদয়ে ।

আমাকে নির্বাক দেখে আশঙ্কা ভর করল আপনার স্বরে, বললেন - চুপ দেখে কি ধরে নিব মিথ্যে অনুভুতি ছিল তাহলে?

সমস্ত সত্তা কেঁপে গেল আমার। প্রতিবাদ করব সেই ইচ্ছেও হল না। অস্ফুটভাবে বললাম আমি যাদের চেহারা ভীষন করে মনে রাখতে চাই তাদের ছবি মনের পর্দায় ফুঁটাতে পারি না। মার মুখটা এরই মধ্যে আর ফুঁটতে চায় না। ছবি দেখলে তাও তাজা ছাপ পড়ে। আপনি কি আমাকে সেই ছবিটা দিবেন? সাথে করে নিয়ে যাব।

কথাগুলোতে আপনি হয়তো প্রশ্নের উত্তর পেয়ে থাকবেন কারন দেখলাম অনেকক্ষণপর চোখেমুখে আলোর ছটা পড়েছে।

ফিসফিস করে নিজেকে শোনানোর মত করে বললেন - ভীষন করে মনে রাখতে চান। এক মুহূর্তের বিরতি দিয়ে যোগ করলেন - আমাকে? আমি কিছু বলার আগেই আপনি ঝট করে সরে গেলেন কিছুটা দূরে। আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, দেখতে পাচ্ছেন কত মিল? আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। আপনি বলে চলেছেন -পানি আছে, আঁধারে লুকানো সবুজ আছে,আমি আছি। নতুন করে এক ছবি তুলে ফেলুন। সেটাই না হয় নিয়ে যাবেন সাথে করে। আমি খুশি হয়ে বললাম, যাক মোবাইলটা তাহলে ভুল করে এনে একরকম ভালই হল। নাইট ভিসনে দিয়ে তুললে অন্ধকারেও এই ক্যামেরায় খারাপ আসে না। পলকে আপনার চেহারায় গাঢ় ছায়া। আস্তে করে বললেন, আপনার মনের পর্দা নেই? আমি বিব্রত হয়ে নড়ে উঠলাম।

চট করে প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, ইশ! এই লেকের পানি খাওয়া যেত যদি। পিপাসায় একদম মরে যাচ্ছি। বললাম তাহলে বাসায় চলুন। ঝাপ্টা দেয়ার ভঙ্গীতে রাগী স্বরে বললেন নাহ, ভোর দেখব বলেছি না। হঠাৎ কণ্ঠ নামিয়ে বললেন চলেই তো যাচ্ছেন, বাসায় ফিরে গেলে দেখা হত না। আমি দেখলাম আপনার দৃষ্টি নিচু হলো, ঘাসের দিকে তাকালেন। ঠোঁট কাঁপছে। আমার মনের ক্যামেরায় তখন রিল টানার শব্দ হচ্ছে। পেশাদার চিত্রশিল্পির মত সমস্ত মনোযোগ এক করে বিষন্নতার সে ছবি তোলা হয়ে গেলো আপনার অজান্তে। আমি নিজেই বুঝলাম এই ছবি মিলানোর নয়।

দূর আকাশে অন্ধকার ফ্যাকাশে হয়ে আসছে।আপনাকে ইঙ্গিতে দেখাতেই বললেন হ্যাঁ এবার যাওয়া যায়। বাসায় যেতে যেতে ভোর হয়ে যাবে। কিছুদূর যেতেই বললেন আপনি যদি সিনেমার নায়ক হতেন নিশ্চয়ই আমাকে এভাবে শীত খাইয়ে মারতেন না। আমি আবার বিব্রত। হাতের সোয়েটারটা এগিয়ে দিয়ে বললাম আপনাকে তো আগেই বলেছি পরে নিতে। মাথা নাড়লেন। নায়করা নিজেদের গায়েরটা খুলে পরিয়ে দেয়। আমি গভীর কোন রহস্য ধরে ফেলার আনন্দে মত্ত হয়ে গায়ের সোয়েটার খুলে ফেললাম। ঠিক তখনই মনে হলো শীত আজ রাতে শুধু আমার হয়ে এসেছে। এমন কাঁপুনি তোলা ভীষন শীতল বাতাস আমি মুহূর্তে কুঁকড়ে গেলাম। আপনি তখনই বললেন আপনাকে সাদা শার্টে মানিয়েছে বেশ। সোয়েটার ছাড়াই না হয় হাঁটুন। বললাম সে না হয় করা গেল কিন্তু আপনি গরম কিছু পরে ফেলুন । বলতে বলতে আমার সোয়েটার বাড়িয়ে দিলাম। আপনি নিতে অনীহা দেখালেন। বেশ তো আছি। শীতের কষ্ট দু'জন মিলেমিশে ভাগ করে নিলাম।

অতীতের নাটক মঞ্চায়নের যবনিকা টানা হল আপনার এক কথায়। বললেন আচ্ছা বলতো কেমন করলাম আজকে? আগের আমিকে যেমন দেখতে চেয়েছিলে পেরেছো ? বললাম সেই সুর কাটেনি কোথাও এতটুকু বলতে পারি। তবে এক জায়গায় তো গুলিয়ে ফেলেছিলে, বাবু কোথা থেকে আসলো। তুমি জিব কামড়ে ধরলে, ইশ এত্ত বড় ভুল। পরক্ষণেই বললে মায়ের মন, কি আর করি। তখনো তো আর মা হয়নি। দুজনে প্রানখোলা হাসিতে ভেঙ্গে পড়লাম।

এরপর কিছু সময় ধরে আমরা হাঁটলাম। এক সময় তুমি দাড়ালে। আমি থেমে গিয়ে রাস্তার মাথায় তাকিয়ে ভাবছি। একটু পরে খেয়াল হতে ঘুরে দেখি পিছন থেকে নজরে রেখেছো আমাকে। বললে - এতদিন পাশে থেকেও তুমি যে শীত লাগলে এমন অদ্ভুত ভঙ্গীমায় হাঁটো কোনদিন খেয়াল করা হয়নি। আমি হাসলাম, মলিন হাসি। আমার ঠোঁট শুকিয়ে গেছে, আমার আসলে কষ্ট হচ্ছে।

তুমি কাছে এলে। দেখলাম মমতার নরম দৃষ্টি। বললে শীত করছে বেশি? আমি কিছু না বলে শুষ্ক ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। বললে - তুমি আমার কথা শুনলে কেন? সোয়েটার না খুললেই কি হত না? নাও পরে ফেলো। জানো তুমি আমার সব কথা আজো শুনো, এটা কেন করো? একটু না করতে পারো না আমাকে? ঝগড়া আমার ভাল লাগে বলে হাসলে।

তোমার প্রানহীন সেই হাসি দেখে কোথা থেকে একরাশ বিষন্নতা এসে ঘিরে ধরল আমাকে। একধরনের মনবেদনা অনুভব করলাম। বাস্তবতার কথা ভাবলে এই দূরত্ব অবশ্যম্ভাবী। বিষন্নতা মুহূর্তেই হতাশায় রূপ নিল। তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাব সেই সামর্থ যদি থাকত। নিজের অসহায়ত্ব টের পেলাম। আমি যখন এমন সাত-পাঁচ নানা ভাবনায় ডুবে আছি, আচমকাই প্রশ্ন করলে - আজ তুমি কেমন করলে জানতে চাইলে না? আমি চোখ তুলে বললাম নিশ্চয়ই। বললে অনেকটাই আগের মত তবে...
আমি তাগাদা দিলাম তবে কি?
...তোমার চেহারায় বিষন্নতা আর আগের মত কথা বলে না।
বলার ধরনে কিছু ছিল যাতে সিক্ত হল আমার মন। আস্তে করে গেয়ে উঠলাম
কারো কারো চোখ থেকে জল আসে না/ যদিও হৃদয় কেঁদে যায়/ কেউ কেউ ভালবাসে মুখে বলে না/ চোখ দেখে বুঝে নিতে হয়

তাকাতেই দেখি তোমার টলটলে চোখ ছাপিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি নেমে এলো। ধন্দ হলো এ আবার অতীতের তুমি নও তো। সেই অভিমানি মন? নিজের মনেই মাথা দোলালাম, বহুদিনের দেখা আনন্দাশ্রু চিনতে ভুল হয় কি করে। ভাল করে লক্ষ্য করতেই বুঝলাম পরের ফোঁটাগুলো এক একটি নিরব আর্তনাদ। গভীর অজানা কোন ব্যাথার, বেদনার।

এক আচ্ছন্নতায় ডুবে রইলাম। বিষিয়ে গেছে মন। মুখে তার প্রভাব পড়ে থাকবে হয়তো তাই তোমাকে বলতে শুনলাম - ভেবনা

অত, বাবুর কষ্ট হবে না। নিজের যত্ন নিও। যদি পারতাম তো রান্না পাঠিয়ে দিতাম।

সাধারন এই কোথাগুলোই প্রচন্ড বেগ নিয়ে আঘাত করলো যেন বদ্ধ কোন দুয়ারে। আকস্মাত নাড়া খেয়ে উঠল মন। ভীষন জোর পেলাম ভিতরে। মুহুর্ত আগের ঠান্ডায় কুঁকঁড়ে থাকা আমার মাঝে তখন অন্য রূপ। শীতের হিম হিম বাতাসের মাঝে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। চোয়াল আপনা আপনি কঠিন হয়ে এলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, পাশাপাশি আবার হাঁটব, অচিরেই। তোমার সাথে। এমনই এক জেগে থাকা রাতে।